TRANSLATION DEPARTMENT
(DAWAT-E-ISLAMI)

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৭৭
WEEKLY BOOKLET:477

অন্তর পরিবর্তনকারী ৪১টি বাণী

(ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিতাব "মিনহাজুল আবেদীন" থেকে দ্বিতীয় পর্ব)



ইবাদত ও দোয়ায় স্বাদ পাওয়ার উপায় ০৩
অতিরিক্ত খাওয়ার ১০টি আপদ ০৯
সবচেয়ে কঠিন কাজ ১৪
সঠিক পথ ১৭

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

অন্তর পরিবর্তনকারী ৪১টি বাণী

দোয়ায়ে আত্তার: ইয়া রব্বে কারীম! যে ব্যক্তি ১৬ পৃষ্ঠার রিসালা "অন্তর পরিবর্তনকারী ৪১টি বাণী" পাঠ করবে বা শুনবে, ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উসিলায় তার অন্তরকে নেকিতে ভরপুর ও গুনাহ থেকে মুক্ত করে তাকে তার পিতা-মাতা ও বংশধরসহ জান্নাতুল ফিরদাউসে বিনা হিসাবে প্রবেশ করার সৌভাগ্য দান করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আমার কবরে একজন ফেরেশতা নিয়োজিত করেছেন যাকে সমস্ত মাখলুকের আওয়াজ শোনার ক্ষমতা দান করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার প্রতি দরুদ পাঠ করে, সেই ফেরেশতা আমার কাছে তার এবং তার পিতার নাম পেশ করে বলে: 'অমুকের পুত্র অমুক আপনার প্রতি এই মুহূর্তে দরুদ পাঠ করেছে'।" (মুসনাদে বাযযার, ৪/২৫৫, হাদিস: ১৪২৫)

سُبْحٰنَ اللّٰه! দরুদ শরীফ পাঠকারী কতই না ভাগ্যবান যে, তার নাম ও পিতার নাম প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পেশ করা হয়। এখানে এই বিষয়টিও অত্যন্ত ঈমান উদ্দীপক যে, কবরে আনোয়ারে উপস্থিত ফেরেশতাকে শ্রবণ করার এত বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে,

তিনি বিশ্বের প্রতিটি কোণ থেকে একই সময়ে দরুদ পাঠকারী লক্ষ লক্ষ মুসলমানের অত্যন্ত মৃদু আওয়াজও শুনতে পান। দরবারের খাদেমের শ্রবণশক্তি যদি এমন হয়, তবে মদিনার সুলতান صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর ইখতিয়ার ও ক্ষমতার শান কত মহান হবে! তিনি কেন তাঁর গোলামদের চিনবেন না এবং কেন তাঁদের ফরিয়াদ শুনে আল্লাহর অনুমতিতে তাঁদের সাহায্য করবেন না!

আওর কোয়ি গায়েব কিয়া তুম সে নিহাঁ হো ভালা
জব না খোদা হী ছুপা তুম পে করোড়োঁ দরুদ

(হাদায়েকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ২৬৪)

মেঁ কুরবাঁ ইস আদায়ে দস্তগীরী পর মেরে আকা
মদদ কো আ গায়ে জব ভী পুকারা ইয়া রাসূলাল্লাহ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১) মুত্তাকীকে মুত্তাকী কেন বলা হয়?

সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: পরহেযগার ব্যক্তিদের 'মুত্তাকী' এ কারণে বলা হয় যে, তাঁরা নাজায়েয কাজে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে জায়েয অনেক কিছুও ত্যাগ করেছেন।

(তিরমিযী, ৪/২০৪, হাদিস: ২৪৫৯; মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ৬০)

হাদিসের ব্যাখ্যা: অর্থাৎ মুত্তাকী মানুষ অনেক সময় অনেক হালাল জিনিসও ছেড়ে দেন এই ভয়ে যে, যাতে তিনি সন্দেহজনক (যার হালাল বা হারাম হওয়া স্পষ্ট নয়) কিছুতে লিপ্ত না হয়ে পড়েন। তিনি সন্দেহজনক বিষয় থেকে বাঁচেন যাতে হারামে লিপ্ত না হন। একইভাবে অশ্লীলতা বা মিথ্যাচারের ভয়ে অনেক সময় তিনি অনেক জায়েয কথাও ছেড়ে দেন।

www.dawateislami.net

কোনো হাদিস বর্ণনাকারীর অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে অথবা জ্ঞান থাকলেও তাঁর বর্ণনার ওপর ভরসা না থাকলে সেটি 'মাওজু' বা জাল হাদিস হওয়ার ভয়ে তিনি তা বর্ণনা করেন না। (আল-মাফাতিহ ফী শারহিল মাসাবিহ, ৩/৩৯৯)

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাঁদের ওপর রহমত বর্ষণ করুক এবং তাঁদের উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা করুক।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(২) দৃষ্টির হেফাযত

বান্দা কখনও এমন কুদৃষ্টি দেয় যার কারণে অন্তর ঠিক সেভাবেই নষ্ট হয়ে যায় যেভাবে চামড়া নষ্ট হয়। ওলীয়ে কামেল হযরত যুন-নূন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "কুপ্রবৃত্তি দমনের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো দৃষ্টি নিচু রাখা।" (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ৬২)

(৩) ইবাদত ও দোয়ায় স্বাদ পাওয়ার উপায়

ইবাদতের মিষ্টতা ও দোয়ার স্বাদ পাওয়া ইবাদতগুজার বান্দাদের কাছে অনেক বড় বিষয়। এ সম্পর্কে একটি হাদিস: (কোনো নারীর রূপ-লাবণ্যের দিকে তাকানো ইবলিসের বিষাক্ত তীরসমূহের একটি; যে ব্যক্তি তা পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ পাক তাকে ইবাদতের এমন স্বাদ আস্বাদন করাবেন যা তাকে আনন্দিত করে দেবে।) অত্যন্ত পরীক্ষিত আমল। (মুসনাদুল ফিরদাউস, ৪/২৯৭, হাদিস: ৬৮৭২) যে এর ওপর আমল করবে সে এর বাস্তব প্রমাণ পাবে। নিঃসন্দেহে যখন কেউ অনর্থক বিষয় থেকে নিজের দৃষ্টির হেফাযত করবে, তখন সে ইবাদতে এমন স্বাদ ও অন্তরে এমন পরিচ্ছন্নতা অনুভব করবে যা সে আগে কখনও পায়নি। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ৬৩)

www.dawateislami.net

(৪) অনর্থক কথাবার্তার কুফল

হযরত মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যখন তুমি নিজের অন্তরে কঠোরতা, শরীরে দুর্বলতা এবং রিযিকে সংকীর্ণতা দেখবে, তখন বুঝে নিও যে, অবশ্যই তুমি মুখ দিয়ে কোনো অনর্থক কথা বের করেছ।"

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ৬৫)

(৫) গীবতের ধ্বংসলীলা

গীবত হলো নেকিগুলোকে ধ্বংসকারী বজ্রের মতো। বর্ণিত আছে যে "মানুষের গীবতকারীর উদাহরণ সেই ব্যক্তির মতো যে একটি 'মিনজানিক' (পাথর নিক্ষেপের যন্ত্র) স্থাপন করেছে এবং তার মাধ্যমে নিজের নেকিগুলো পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ চতুর্দিকে ছুড়ে মারছে।"

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ৬৫)

(৬) একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ

একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে যে "অনেক শব্দ বান্দাকে বলে: আমাদের মুখ দিয়ে বের করো না।" (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ৬৬)

(৭) আল্লাহর কাছে সবকিছুই প্রকাশ্য

বান্দাদের ভয় দেখানোর জন্য এবং সতর্ক করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে "আল্লাহ পাক অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে অবগত।" যেহেতু অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা রবের সাথে বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল, তাই ভেবে দেখো তিনি তোমার অন্তরের কেমন সব কল্পনা বা খেয়াল সম্পর্কে জানেন।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ৬৮)

www.dawateislami.net

(৮) দীর্ঘ আশা ও মৃত্যুর স্মরণ

যখন তুমি দীর্ঘ জীবন পাওয়ার আশা করবে, তখন তুমি মৃত্যু ও কবরকে ভুলে যাবে। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ৭২)

(৯) অন্তর নরম ও পরিষ্কার করার উপায়

অন্তর মূলত মৃত্যু ও কবর, সাওয়াব ও আযাব এবং আখেরাতের অবস্থা স্মরণ করার মাধ্যমে নরম ও পরিষ্কার হয়। আর যখন এগুলোর কোনোটিই তোমার অন্তরে থাকবে না, তখন অন্তর কীভাবে নরম ও পরিষ্কার হবে? (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ৭২)

(১০) দুনিয়া তিন নিঃশ্বাসের

আমার (অর্থাৎ ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ র) শায়খ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই বাণীর ওপর চিন্তা করো যে, "দুনিয়া হলো তিনটি নিঃশ্বাসের সমষ্টি; একটি নিঃশ্বাস যা তুমি ফেলেছ এবং তাতে যা আমল করার ছিল তা করেছ। একটি নিঃশ্বাস যা তুমি এখন নিচ্ছ। আর একটি নিঃশ্বাস যা সামনে আসবে যার খবর তুমি জানো না যে, তা নিতে পারবে কি না।" কতই না নিঃশ্বাস গ্রহণকারী ব্যক্তি পরবর্তী নিঃশ্বাসের আগেই মৃত্যুর কবলে পড়ে যায়! সুতরাং তোমার কাছে কেবল একটি নিঃশ্বাসই আছে, কোনো ঘণ্টা বা দিন নয়। তাই মৃত্যু আসার আগে এই এক নিঃশ্বাসেই ইবাদত ও তাওবা করার ত্বরিত চেষ্টা করো। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ৭৩)

www.dawateislami.net

(১১) হিংসা জাহান্নামে নিয়ে যায়

হিংসা নেকিগুলোকে নষ্ট করে এবং গুনাহের দিকে প্ররোচিত করে। এটি এমন এক রোগ যাতে বহু মানুষ লিপ্ত। হিংসা মানুষকে ধ্বংস করে জাহান্নামের মুখোমুখি করে দেয়। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ৭৪, সংক্ষেপিত)

(১২) রবের অসন্তুষ্টির উপযুক্ত কারা?

হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: "হে আমার রব! তোমার সৃষ্টির মধ্যে তোমার কাছে সবচেয়ে বেশি অপছন্দনীয় কে?" ইরশাদ হলো: "যার অন্তরে অহংকার, যবানে অশ্লীলতা, নেক কাজ থেকে যে চোখ ফিরিয়ে নেয়, যে কৃপণ এবং যার চরিত্র মন্দ।"

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ৭৭)

(১৩) দীর্ঘ আশাবাদী কে?

যদি তুমি নিশ্চিতভাবে এমন ধারণা পোষণ করো যে, আমি পরবর্তী নিঃশ্বাস বা পরবর্তী মুহূর্ত কিংবা পরবর্তী দিন পর্যন্ত অবশ্যই বেঁচে থাকব, তবে তুমি 'দীর্ঘ আশাবাদী'। আর এটি তোমার পক্ষ থেকে একটি নাফরমানি; কারণ এটি গায়েবের (অদৃশ্যের বিষয়ের) ওপর হুকুম লাগানো। কিন্তু যদি তুমি নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছা ও জ্ঞানের সাথে যুক্ত করে এভাবে বলো "যদি আল্লাহ চান তবে আমি বেঁচে থাকব" অথবা "যদি আল্লাহর ইলমে আমার জীবন এখনও বাকি থাকে তবে আমি বেঁচে থাকব"; এমতাবস্থায় তুমি দীর্ঘ আশাবাদী নয় বরং আশা ত্যাগকারী হিসেবে গণ্য হবে। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ৭৮)

www.dawateislami.net

(১৪) মৃত্যুর স্মরণ

মনে রেখো! আশা কমানোর দুর্গ (অর্থাৎ অতিরিক্ত আশা থেকে বাঁচার মাধ্যম) হলো মৃত্যুকে স্মরণ করা। আর সেই দুর্গেরও দুর্গ (অর্থাৎ একে আরও মজবুত করার উপায়) হলো বেখবর ও উদাসীনতার মাঝে হঠাৎ আসা মৃত্যুকে স্মরণ করা। আলোচনার এই সারসংক্ষেপ মনে রাখো এবং এর ওপর আমল করো কারণ এর প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। মানুষের সাথে সাক্ষাৎ এবং অর্থহীন তর্ক-বিতর্কে নিজের সময় নষ্ট করা ছেড়ে দাও। **(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ৭৯)**

(১৫) নিজের মধ্যে বিনয় সৃষ্টি করার উপায়

নফসকে তুচ্ছ ও হীন মনে করার চিন্তাকে 'তাওয়াযু' (অর্থাৎ বিনয়) বলে। বিনয়ের গুণ নিজের ভেতর সৃষ্টি করার জন্য হকের পথ থেকে বিমুখ এবং বাতিলের পথে অগ্রসরমানদের পরিণাম স্মরণ করো।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ৮১)

(১৬) হারাম খাদ্য এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়ার কুফল

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত: আল্লাহ পাক এমন ব্যক্তির নামায কবুল করেন না যার পেটে হারাম খাদ্য থাকে।

ইমাম গাজ্জালী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আর রইল অনর্থক এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত হালাল খাদ্য; এর ব্যবহারও বান্দার জন্য বিপদ এবং ইবাদতে কঠোর পরিশ্রমকারীদের জন্য আপদস্বরূপ। অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে অন্তরে কঠোরতা সৃষ্টি হয় এবং নূরের জ্যোতি চলে যায়। কিছু নেক

www.dawateislami.net

বান্দা এর উদাহরণ এভাবে দিয়েছেন যে, পাকস্থলী হলো হৃদয়ের নিচে একটি ফুটন্ত হাঁড়ির মতো; পাকস্থলী থেকে বাষ্প হৃদয়ে ওঠে এবং এর কারণে হৃদয় ময়লা ও কলুষিত হয়ে যায়। উস্তাদ আবু জাফর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতই না চমৎকার বলেছেন: "পেট এমন এক অঙ্গ যে, যদি তা ক্ষুধার্ত থাকে তবে শরীরের বাকি অঙ্গগুলো তৃপ্ত (অর্থাৎ প্রশান্ত) থাকে এবং কোনো কিছু দাবি করে না; আর যদি পেট পূর্ণ থাকে তবে অন্যান্য অঙ্গগুলো ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে (অর্থাৎ বিভিন্ন মন্দ কাজের দিকে ঝুঁকে পড়ে)।" যদি পেটে হারাম খাদ্য যায় তবে তা হারাম কাজের রূপে বাইরে আসবে। আর যদি অনর্থক ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য পেটে ঢোকে তবে তা অনর্থক ও বাজে কাজের রূপে প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ খাদ্য হলো বীজ আর কাজ ও কথা হলো সেই বীজের চারাগাছ, যা বীজের গুণাগুণ অনুযায়ী বেড়ে ওঠে।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ৮২, ৮৩ থেকে সংগৃহীত)

(১৭) নির্জনতা ও ক্ষুধা

হযরত সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "ইবাদত হলো একটি পেশা (Profession), এর দোকান হলো নির্জনতা (Loneliness) এবং এর হাতিয়ার (Instrument) হলো ক্ষুধা।" **(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ৮৪)**

(১৮) হালাল কেবল প্রয়োজন অনুযায়ীই আসে

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "হালাল তোমার কাছে প্রয়োজন অনুযায়ীই আসবে, কিন্তু হারাম তোমার কাছে সীমাহীন আসবে।" **(তাফসীরে ছালাবী, পারা: ৯, আল-আরাফ, আয়াত: ১৬৩-১৬৬ এর অধীনে, ৪/২৯৬; মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ৮৪)**

www.dawateislami.net

(১৯) সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ পাক যখন আমাদের প্রিয় শেষ নবী, মাক্কী-মাদানী মুহাম্মদ আরবি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সামনে দুনিয়া পেশ করলেন, তখন ইরশাদ করলেন: "এর বিনিময়ে আমি আপনার আখেরাতে বিন্দুমাত্র কমতি করব না।" রব্বে কারীম এই বিশেষত্বের মাধ্যমে তাঁকে বিশিষ্ট করেছেন। সুতরাং এটি একথারই দলিল যে, অন্যদের আখেরাতে সাওয়াবের কমতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে যাকে আল্লাহ পাক স্বীয় অনুগ্রহ করবেন সে ব্যতীত। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ৮৫)

(২০) অতিরিক্ত খাওয়ার ইহকালীন ও পরকালীন ক্ষতি

অতিরিক্ত খাওয়ার কারণে আখেরাতে হিসাব-নিকাশের জন্য দীর্ঘক্ষণ থেমে থাকতে হবে। এছাড়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত হালাল গ্রহণ করে ও প্রবৃত্তির লালসায় পড়ে শিষ্টাচার লঙ্ঘনের কারণে লজ্জিত হতে হবে। কারণ দুনিয়ার হালালের ওপর রয়েছে হিসাব, হারামের ওপর আযাব এবং এর চাকচিক্যের ওপর আখেরাতে রয়েছে লোকসান ও ক্ষতি।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ৮৫)

(২১) অতিরিক্ত খাওয়ার ১০টি আপদ

(১) অন্তরের কঠোরতা, (২) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মন্দ কাজের প্রভাব, (৩) জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অভাব, (৪) ইবাদতে অনীহা, (৫) ইবাদতের স্বাদ নষ্ট হওয়া, (৬) হারামে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা, (৭) নানাবিধ ব্যস্ততা, (৮) মৃত্যুযন্ত্রণার তীব্রতা, (৯) সাওয়াব কমে যাওয়া, (১০) আখেরাতের লজ্জা। অতিরিক্ত খাওয়ার এই ১০টি বিপদ রয়েছে, তবে আত্মসচেতন ব্যক্তির জন্য একটিই যথেষ্ট। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ৮২-৮৫ থেকে সংগৃহীত)

www.dawateislami.net

(২২) পরহেযগারির পথে চলার জন্য

তাকওয়া বা পরহেযগারির পথ অত্যন্ত কন্টকাকীর্ণ। এই পথে চলার জন্য শর্ত হলো; বান্দাকে তার নফস ও অন্তরকে কষ্ট সহ্য করার বিষয়ে দৃঢ় করতে হবে, নতুবা সে এই পথে চলতে পারবে না। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ৮৮)

(২৩) কোন খাবারে হিসাব নেই বরং সাওয়াব রয়েছে

বান্দা যদি হালাল ও মুবাহ রিযিক আল্লাহ পাকের ইবাদতে শক্তি অর্জনের নিয়তে প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করে এবং যতটুকু প্রয়োজন তাকেই যথেষ্ট মনে করে তবে এটি তার পক্ষ থেকে কল্যাণ, নেকি ও আদব হিসেবে গণ্য হবে। এর ওপর কোনো হিসাব বা আযাব নেই বরং সে সাওয়াব ও প্রশংসার উপযুক্ত। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ৯০)

(২৪) দুনিয়াবি বন্ধুত্বে অনর্থক সময় নষ্টকারীদের জন্য একটি চিন্তনীয় বিষয়

স্মরণ করো; তোমাকে কবরে রাখার মাত্র তিন দিন পর তোমার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন তোমাকে কীভাবে একা ছেড়ে দেবে এবং ভুলে যাবে। এমনকি তোমার কোনো স্মৃতিও তাদের কাছে থাকবে না, যেন তারা তোমাকে কোনোদিন দেখেনি। কবরে আল্লাহ পাক ছাড়া তোমার কোনো খবর নেওয়ার মতো কেউ থাকবে না। সুতরাং এটি কি এক প্রকাশ্য ধোঁকা নয় যে, তুমি সেই সৃষ্টির পেছনে সময় নষ্ট করছ যাদের বিশ্বস্ততা ও বন্ধুত্ব অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং যাদের সাথে অবস্থানও খুব অল্প সময়ের জন্য? এটি কি এক প্রকাশ্য প্রতারণা নয় যে, এই বন্ধুত্বের মোহে তুমি আল্লাহ পাকের

www.dawateislami.net

ইবাদত ত্যাগ করছ অথচ শেষ পর্যন্ত তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে? তিনিই সবসময় তোমার সাথী হবেন, প্রতিটি প্রয়োজন তাঁরই দরবারে পেশ করা হয়, সমস্ত ভরসা তাঁরই ওপর এবং প্রতিটি বিপদ ও মুসিবতে সেই অদ্বিতীয় সত্তাই একমাত্র সাহায্যকারী। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ৯৩)

(২৫) নফসের জঘন্যতা সত্তরটি শয়তানের জঘন্যতার চেয়েও বেশি

একজন বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সত্যই বলেছেন: "নফসের অজ্ঞতা ও হীনতা তোমার কাছে তখনই স্পষ্ট হবে যখন এটি কোনো গুনাহের সংকল্প করবে বা কোনো কু-আকাঙ্ক্ষার জন্য প্রস্তুত হবে। তখন তুমি যদি একে আল্লাহ পাকের, তাঁর সকল আম্বিয়া ও রাসূলগণের, সমস্ত আসমানি কিতাবের এবং সমস্ত বুযুর্গদের দোহাই দাও এবং মৃত্যু, কবর ও জান্নাত-জাহান্নামের বিষয়গুলো তার সামনে পেশ করো তবুও এটি বিরত হবে না এবং নিজের কু-আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করবে না।" (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ৯৪)

(২৬) গুনাহ ত্যাগ করা নেকি করার চেয়েও উত্তম

বেঁচে থাকা বলতে এখানে গুনাহ ও মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকাকে বোঝানো হয়েছে। আর এটিই হলো প্রকৃত তাকওয়া। নেকি করার চেয়ে বেঁচে থাকার দিকটিই অধিক সঠিক ও উত্তম। কারণ ইবাদতকারীদের প্রাথমিক স্তরে (Initial stages) যারা থাকে, তাদের সব চেষ্টা থাকে যেন দিনগুলো রোযায় এবং রাতগুলো ইবাদতে অতিবাহিত হয়; তারা এটিতেই মগ্ন থাকে। পক্ষান্তরে ইবাদতগুজারদের মধ্যে যারা সর্বোচ্চ স্তরে (Extreme level) আসীন সেই বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বেঁচে থাকাকেই প্রাধান্য

www.dawateislami.net

দেন। তাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টা থাকে যেন তাঁদের অন্তর আল্লাহ পাক ছাড়া অন্য কারো দিকে নিবিষ্ট না হয়। এই মহান ব্যক্তিরা স্বীয় পেটকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত হালাল থেকে, যবানকে অনর্থক কথাবার্তা থেকে এবং চোখকে অকেজো জিনিসের দিকে দৃষ্টিপাত করা থেকে রক্ষা করেন।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ৯৫)

(২৭) সংযমই হলো পূর্ণ চিকিৎসা

বর্ণিত আছে যে (প্রাচীনকালে) ভারতের মানুষ রোগীর চিকিৎসা অধিকাংশ সময় সংযমের মাধ্যমে করত। তাঁদের কাছে রোগীকে কয়েক দিন পর্যন্ত পানাহার ও কথাবার্তা থেকে বিরত রাখা হতো এবং এতেই সে সুস্থ হয়ে যেত। **(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ৯৬)**

(২৮) এক লোকমা এবং কুদৃষ্টির অশুভ প্রভাব

এক লোকমা হারাম খাদ্যের কারণে অন্তরের অবস্থা এমন বদলে যায় যে, অন্তর কখনও তার আসল অবস্থায় ফিরে আসে না। কখনও এক লোকমা খাদ্যের কারণে রাতের ইবাদত থেকে বঞ্চিত হতে হয়। আবার অনেক সময় একবার কুদৃষ্টি দেওয়ার কারণে বান্দা একটি সূরাও তেলাওয়াত করতে পারে না এবং কখনও এমন কিছু খেয়ে ফেলে যার কারণে পুরো বছর ইবাদত নসীব হয় না। **(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ৯৭)**

(২৯) অন্তরের সংশোধন সবচেয়ে কঠিন

হযরত সায়্যিদুনা আবু ইয়াযীদ বুস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমি ১০ বছর অন্তর, ১০ বছর যবান এবং ১০ বছর নফসের সংশোধন করেছি; তন্মধ্যে অন্তরের সংশোধনকেই সবচেয়ে কঠিন পেয়েছি।" **(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ৯৮)**

www.dawateislami.net

(৩০) নফস বান্দার অধীন

বান্দা নফসকে যেভাবে রাখে এটি সেভাবেই থাকে। যদি একে খাওয়ানো হয় তবে এটি আকাঙ্ক্ষা করে, নতুবা সন্তুষ্ট থাকে।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১০২)

(৩১) রিযিক দেওয়ার কসম

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আল্লাহ পাকের অভিশাপ হোক সেই সব লোকদের ওপর যাদের আল্লাহ পাকের কসমের ওপরও বিশ্বাস নেই।" যখন এই আয়াত মুবারাকা নাযিল হলো:

﴿فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ﴾

(পারা; ২৬, আয-যারিয়াত: ২৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: সুতরাং আসমান ও যমীনের রবের শপথ! নিশ্চয় এ কুরআন সত্য।

তখন ফেরেশতারা বলল: "আদম সন্তানের ধ্বংস হোক! তারা তাদের রব্বে কারীমকে অসন্তুষ্ট করেছে, এমনকি তিনি তাঁদের রিযিক দেওয়ার বিষয়ে কসম পর্যন্ত ইরশাদ করেছেন!" (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১০৬)

(৩২) আমার বিষয় আল্লাহ পাকের ওপর সোপর্দ

ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লেখেন: আমার শায়খ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর মজলিসগুলোতে প্রায়ই বলতেন: "دَعِ التَّدْبِيْرَ اِلٰى مَنْ خَلَقَكَ تَسْتَرِح" অর্থাৎ "ব্যবস্থাপনা তোমার স্রষ্টার ওপর ছেড়ে দাও, তুমি প্রশান্তি লাভ করবে।"

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১১৩)

www.dawateislami.net

(৩৩) দৃঢ় সংকল্প চাই

আমি (অর্থাৎ ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) হযরত সায়্যিদুনা ইমামুল হারামাইন আবুল মাআলি জুওয়াইনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -কে এই মাসআলায় বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ পাক নামায, রোযা ও হজ ইত্যাদি বান্দার ওপর যা কিছুই ফরজ করেছেন, তাতে নিশ্চিতভাবে বান্দার জন্যই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১১৬)

(৩৪) সবচেয়ে কঠিন কাজ

ইবাদতের ক্ষেত্রে পরিশ্রম ও কষ্টের কারণে এর প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং এর ওপর সাওয়াবের ওয়াদা করা হয়েছে। কারণ বান্দা কু-আকাঙ্ক্ষাকে দমন করে এবং নফসের ওপর জবরদস্তি করেই ইবাদত করতে পারে। যেহেতু নফস ও কুপ্রবৃত্তি নেকি ও কল্যাণ থেকে বাধা দেয়, তাই এগুলোর বিরোধিতা করা মানুষের জন্য সবচেয়ে কঠিন কাজ।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১২০)

(৩৫) বড়দের পরীক্ষাও বড় হয়

যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের যত বেশি নিকটবর্তী হয়, দুনিয়াতে তার জন্য বিপদ-আপদ ও পরীক্ষা তত বেশি হয়। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১২১) তুমি কি আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণী শোনোনি: "মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা হয় আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام -এর, এরপর শহীদদের (বর্ণনাভেদে), অতঃপর পর্যায়ক্রমে অন্যদের।"

(তিরমিযী, ৪/১৭৯, হাদিস: ২৪০৬; 'শুহাদা' শব্দ ছাড়া)

www.dawateislami.net

(৩৬) প্রতিটি কষ্টের পরেই স্বস্তি আছে

আরবি ছন্দের অনুবাদ: কখনও হতাশ হয়ো না, যদিও তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হতে দীর্ঘ সময় পার হয়ে যায়। যদি তুমি ধৈর্যের সাহায্য নাও তবে তুমি অবশ্যই প্রশস্ততা (অর্থাৎ স্বস্তি) দেখতে পাবে। নিজের প্রয়োজন পূরণ করে এমন ধৈর্যশীলের মতো হও এবং প্রবেশের জন্য দরজায় ক্রমাগত করাঘাতকারীর মতো হয়ে যাও। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১২২)

(৩৭) যারা কেবল রিযিকের চিন্তায় নিজেকে ক্লান্ত করছ!

আল্লাহ পাকের ইবাদতে আসার পথে সবচেয়ে বড় ও কঠিন বাধা হলো 'রিযিকের চিন্তা'। এই চিন্তা মাখলুকের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ। মাখলুক এর জন্য নিজেদের প্রাণকে ক্লান্ত করে দিয়েছে, অন্তর চিন্তার জালে ফেঁসে গেছে, দুঃখের ওপর দুঃখ বেড়েছে, নিজেদের আয়ু নষ্ট করেছে এবং এর কারণে বড় বড় গুনাহের বোঝা নিজের মাথায় নিয়েছে। এই রিযিকের চিন্তাই মাখলুককে আল্লাহ পাক এবং তাঁর ইবাদত থেকে দূরে সরিয়ে দুনিয়া ও মাখলুকের গোলামিতে লিপ্ত করে দিয়েছে। ফলে দুনিয়াতে তারা অন্ধকারে, গাফিলতিতে, লোকসানে এবং লাঞ্ছনা ও অবমাননায় জীবন কাটিয়েছে এবং আখেরাতের দিকে শূন্য হাতে রওনা হয়েছে। যদি আল্লাহ পাক স্বীয় অনুগ্রহে রহম না করেন তবে সেখানে তাদের কঠোর হিসাব ও আযাবের সম্মুখীন হতে হবে। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১২৪)

www.dawateislami.net

(৩৮) আল্লাহ পাক আমার বিষয়ে আমার চেয়েও ভালো জানেন

একজন বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ইশারা পেলেন যে "চাও, তোমাকে দেওয়া হবে।" তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও তাওফীকপ্রাপ্ত ছিলেন; বারগাহে ইলাহীতে আরয করলেন: "প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত সত্তা যখন সর্বতোভাবে অনভিজ্ঞ এক বান্দাকে বলেন যে 'চাও দেওয়া হবে', তবে আমি কীভাবে জানব যে, আমার জন্য কোনটি ভালো যাতে আমি তা প্রার্থনা করব? সুতরাং আমার জন্য আপনিই পছন্দ করুন।"

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৩১)

(৩৯) পুরো জগৎ তোমার জন্য আর তুমি খোদার জন্য

যদি কোনো ব্যক্তি তোমাকে বলে যে "আমি তোমার সব কাজ করে দেব এবং তোমার প্রতিটি প্রয়োজনের উত্তম ব্যবস্থা করব; তুমি তোমার সমস্ত বিষয় আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকো।" আর ওই ব্যক্তিটি যদি তোমার দৃষ্টিতে নিজ সময়ের সবচেয়ে বড় আলেম, সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান, বিশ্বাসযোগ্য, সত্যবাদী এবং সবচেয়ে বেশি বিশ্বস্ত হয় তবে তুমি কি তার এই কথাকে নিজের জন্য গণীমত এবং বড় নেয়ামত মনে করবে না? তুমি কি তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে না? এরপর যদি সে তোমার জন্য এমন কিছু নির্বাচন করে যাতে তোমার কাছে বাহ্যিকভাবে কোনো ভালো মনে হচ্ছে না, তবুও কি তুমি চিন্তিত হবে? নিশ্চয়ই না! বরং তুমি তার ব্যবস্থাপনায় সন্তুষ্ট থাকবে এবং তোমার দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে যে, এই ব্যক্তি আমার জন্য ভালো কিছু নির্বাচন করবেন এবং আমার মঙ্গলই চাইবেন, যদিও পরে ফলাফল যা-ই হোক। তবুও কি তার ওপর তোমার পূর্ণ আস্থা

www.dawateislami.net

থাকবে না? একজন সাধারণ মানুষের ওপর যখন তোমার আস্থার এই অবস্থা, তবে তোমার কী হলো যে, তুমি তোমার কাজগুলো তামাম জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ পাকের ওপর কেন সোপর্দ করছ না? অথচ আসমান ও জমিনের ফয়সালাকারী একমাত্র তিনিই; যিনি সবার চেয়ে বড় আলেম, সবার চেয়ে বড় শক্তিশালী, সবার চেয়ে বড় দয়ালু এবং সমস্ত ধনীদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ধনী। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৩১, ১৩২)

(৪০) সঠিক পথ

আল্লাহ পাকের ওপর নিখাদ তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে অন্তরকে দুনিয়ার প্রিয় বস্তু থেকে সরিয়ে নেওয়া, নফসকে কু-অভ্যাস থেকে বিরত রাখা এবং নিজের কাজের পরিণাম জানার চেষ্টা না করে আল্লাহর ওপর ভরসা করা; নফসকে ইলাহী ফয়সালার ওপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা ও হায়-হুতাশ করা থেকে বাধা দেওয়া (যদিও নফস এ বিষয়ে তাড়াহুড়ো করে) এবং অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও নফসকে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির লাগাম পরিয়ে রাখা ও ধৈর্যের ঢোক গিলানো এই সমস্ত কাজ যদিও অনেক কঠিন এবং অত্যন্ত শক্ত চিকিৎসা ও ভারি বোঝা হিসেবে মনে হতে পারে কিন্তু এটাই হলো সিরাতে মুস্তাকীম। এর পরিণাম অত্যন্ত চমৎকার এবং এর প্রতিটি স্তর সৌভাগ্যে ভরপুর। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৩৪)

(৪১) বিপদ আসার পর ধৈর্যের পদ্ধতি

যখন তোমার ওপর কোনো বিপদ আসে এবং তা তোমার কাছে খারাপ লাগে, তবে সাথে সাথে নিজের নফসকে পাহারা দাও এবং নিজের অন্তরকে নিয়ন্ত্রণে রাখো যাতে সেটি অস্থির না হয় এবং কোনো প্রকার

www.dawateislami.net

অভিযোগ না করে। কারণ ধৈর্য ধরার আসল সময় এটাই এবং ওই মুহূর্তেই নফস অস্থিরতার দিকে দ্রুত ধাবিত হয়। তুমি তোমার নফসকে বলো: "হে নফস! এই বিপদ তো এসেই পড়েছে, এখন এটি দূর করার কোনো জাগতিক উপায় নেই এবং আল্লাহ পাক এর চেয়ে বড় বিপদও দূর করতে সক্ষম। নিশ্চয়ই বিপদসমূহ নানাবিধ এবং অনেক হতে পারে। অচিরেই এই বিপদও দূর হয়ে যাবে, এটি তো একটি মেঘের মতো যা কেটে যাবে। সুতরাং হে নফস! তুই আসা বিপদকে দূর করতে পারবে না, আর অস্থির হয়েও কোনো লাভ নেই। সুতরাং কিছুক্ষণ ধৈর্য ধর, এর বদলে তুই দীর্ঘস্থায়ী সুখ ও অগণিত সাওয়াব লাভ করবে।" বাস্তবতা হলো; ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে কোনো বিপদই বিপদ থাকে না। সুতরাং তোমার যবানকে "اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ" পাঠে সিক্ত রাখো এবং অন্তরকে সেই বিষয়ের স্মরণে মগ্ন করো যার মাধ্যমে তুমি আল্লাহ পাকের দরবার থেকে সাওয়াব লাভ করবে। আর দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام -এর বড় বড় বিপদে ধৈর্যধারণ করার কথা স্মরণে রাখো। **(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা: ১৩৭)**

www.dawateislami.net

সূচিপত্র

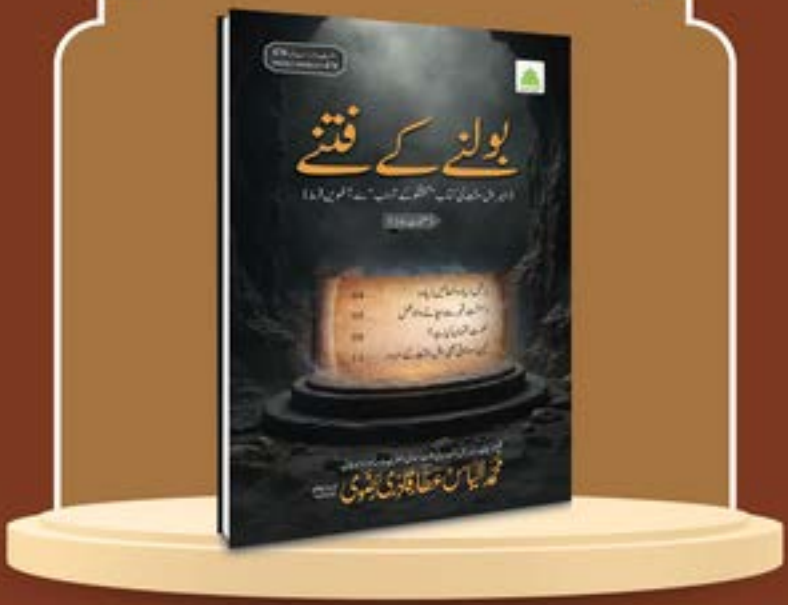
দোয়ায়ে আত্তার: ১
দরুদ শরীফের ফযিলত ১
(১) মুত্তাকীকে মুত্তাকী কেন বলা হয়? ২
(২) দৃষ্টির হেফাযত ৩
(৩) ইবাদত ও দোয়ায় স্বাদ পাওয়ার উপায় ৩
(৪) অনর্থক কথাবার্তার কুফল ৪
(৫) গীবতের ধ্বংসলীলা ৪
(৬) একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ ৪
(৭) আল্লাহর কাছে সবকিছুই প্রকাশ্য ৪
(৮) দীর্ঘ আশা ও মৃত্যুর স্মরণ ৫
(৯) অন্তর নরম ও পরিষ্কার করার উপায় ৫
(১০) দুনিয়া তিন নিঃশ্বাসের ৫
(১১) হিংসা জাহান্নামে নিয়ে যায় ৬
(১২) রবের অসন্তুষ্টির উপযুক্ত কারা? ৬
(১৩) দীর্ঘ আশাবাদী কে? ৬
(১৪) মৃত্যুর স্মরণ ৭
(১৫) নিজের মধ্যে বিনয় সৃষ্টি করার উপায় ৭
(১৬) হারাম খাদ্য এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়ার কুফল ৭
(১৭) নির্জনতা ও ক্ষুধা ৮
(১৮) হালাল কেবল প্রয়োজন অনুযায়ীই আসে ৮
(১৯) সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর বৈশিষ্ট্য ৯
(২০) অতিরিক্ত খাওয়ার ইহকালীন ও পরকালীন ক্ষতি ৯
(২১) অতিরিক্ত খাওয়ার ১০টি আপদ ৯
(২২) পরহেযগারির পথে চলার জন্য ১০
(২৩) কোন খাবারে হিসাব নেই বরং সাওয়াব রয়েছে ১০
(২৪) দুনিয়াবি বন্ধুত্বে অনর্থক সময় নষ্টকারীদের জন্য একটি চিন্তনীয় বিষয় ১০
(২৫) নফসের জঘন্যতা সত্তরটি শয়তানের জঘন্যতার চেয়েও বেশি ১১
(২৬) গুনাহ ত্যাগ করা নেকি করার চেয়েও উত্তম ১১

www.dawateislami.net

(২৭) সংযমই হলো পূর্ণ চিকিৎসা.....১২
(২৮) এক লোকমা এবং কুদৃষ্টির অশুভ প্রভাব ১২
(২৯) অন্তরের সংশোধন সবচেয়ে কঠিন ১২
(৩০) নফস বান্দার অধীন.....১৩
(৩১) রিযিক দেওয়ার কসম ১৩
(৩২) আমার বিষয় আল্লাহ পাকের ওপর সোপর্দ ১৩
(৩৩) দৃঢ় সংকল্প চাই.....১৪
(৩৪) সবচেয়ে কঠিন কাজ ১৪
(৩৫) বড়দের পরীক্ষাও বড় হয়.....১৪
(৩৬) প্রতিটি কষ্টের পরেই স্বস্তি আছে ১৫
(৩৭) যারা কেবল রিযিকের চিন্তায় নিজেকে ক্লান্ত করছ!.....১৫
(৩৮) আল্লাহ পাক আমার বিষয়ে আমার চেয়েও ভালো জানেন ১৬
(৩৯) পুরো জগৎ তোমার জন্য আর তুমি খোদার জন্য.....১৬
(৪০) সঠিক পথ.....১৭
(৪১) বিপদ আসার পর ধৈর্যের পদ্ধতি.....১৭

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net